যুগান্তর

তারিখ ১০ OCT 2012
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৩

প্রাথমিক স্তরপরবর্তী শিক্ষা

ধাপে ধাপে হলেও জাতীয়করণ দাবি শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যফ্রন্টের

যুগান্তর রিপোর্ট

স্তরভিত্তিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচির মাধ্যমে ধাপে ধাপে হলেও প্রাথমিক স্তর-পরবর্তী শিক্ষা বা বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষা জাতীয়করণ দাবি করেছে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য ফ্রন্ট। মঙ্গলবার সংগঠনের এক জাতীয় সেমিনারে এ প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। বিকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ওই সেমিনারে শিক্ষায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয়করণ অপরিহার্য ও বাস্তবায়নযোগ্য শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংগঠনের প্রধান সমন্বয়ক অধ্যাপ কাজী ফারুক আহমেদ। এতে অন্যান্যের মধ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. কাজী সালেহ আহমদ, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যাপক শাহীন মাহবুবা কবীর, ব্যানবেইসের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক শফিউল আলম, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ও সচিব ড. আবদুল মজিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের মহাসচিব অধ্যাপক ড. কামরুল হাসান খান, আমার অধিকার ক্যাম্পেইনের টিম লিডার এম শহীদুল ইসলামসহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি এবং শিক্ষা উন্নয়নে নিয়োজিত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা যোগ দেন।

বক্তারা বলেন, সরকারিকরণ আর জাতীয়করণের ধারণা দেশে এখনও অস্পষ্টতার মোড়কে ঢাকা। প্রতিষ্ঠান বেসরকারি থাকবে আর চাকরি জাতীয়করণ হবে— সে ধারণায় ঐক্যফ্রন্ট বিশ্বাসী নয়। তাই সুনির্দিষ্ট জাতীয় পরিকল্পনাধীনে ইউনেস্কো-আইএলও কর্তৃক শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অংশ হিসেবে ঘোষণার আলোকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারীর দায়িত্ব অধিগ্রহণসহ শিক্ষা জাতীয়করণ সম্ভব। তাই সরকার যেখানে শতভাগ বেতন ও আরও কিছু আর্থিক সুবিধা দিচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নেও কাজ করে, সেখানে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে জাতীয়করণ সম্ভব।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো ধাপে ধাপে যে জাতীয়করণ হচ্ছে, সে ধরনের জাতীয়করণ তারা চান না। তারা মনে করেন, চাকরি জাতীয়করণের সঙ্গে একাডেমিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। আর এর জন্য দরকার বিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা। এটা করা হলে শিক্ষক-কর্মচারীরা বিভিন্ন নির্বাচন করার সুযোগ পাবেন। শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণের জন্য বর্তমানে কি পরিমাণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, আগামী দুই দশকে কি পরিমাণ প্রতিষ্ঠান দরকার ইত্যাদি বিষয়ে জরিপের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার।